৭। স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১।

১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি অধ্যাদেশ।

যেহেতু স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন :

সেইহেতু, এক্ষণে, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের ঘোষণা অনুসারে, এবং রাষ্ট্রপতিকে তদুদ্দেশ্যে সমর্থ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি অর্পিত ক্ষমতা বলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতেছেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনাম, কার্যকরতার সীমা ও প্রবর্তন**—(১) এই অধ্যাদেশ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে যে তারিখ নির্ধারণ করেন সেই তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গ বিশেষে প্রতিকূল কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) "সংস্থা" বলিতে স্বেচ্ছাসেবী কোন সমাজকল্যাণ সংস্থাকে বুঝাইবে এবং অনুরূপ যে কোন সংস্থার শাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(খ) "পরিচালকমন্ডলী" বলিতে এইরূপ পরিষদ, কমিটি, ট্রাস্টিবৃন্দ বা অন্য কোন সংস্থাকে বুঝাইবে, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহার উপর সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী উহার নির্বাহী কার্যসমূহ ও ব্যবস্থাপনা অর্পিত হইয়াছে ;

(গ) "নির্ধারিত" বলিতে ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ;

(ঘ) "রেজিস্টার" বলিতে ৪ ধারা অনুযায়ী রক্ষিত রেজিস্টার বুঝাইবে এবং রেজিস্ট্রিকৃত বলিতে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত বুঝাইবে ;

(ঙ) "রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের যাবতীয় বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন অফিসারকে বুঝাইবে;

(চ) ''স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা'' বলিতে তফসিলে বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের চাঁদা, দান বা সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল কোন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা অনুরূপ কোন প্রকল্পকে বুঝাইবে।

৩। **রেজিষ্ট্রিকরণ, ব্যতীত কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা উহা চালু রাখা নিষেধ**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতিত কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা উহা চালু রাখা যাইবেনা।

৪। **রেজিষ্ট্রিকরণ, ইত্যাদির জন্য দরখাস্ত**—(১) কোন ব্যক্তি কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে এবং কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান চালু রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া উহার গঠনতন্ত্রের অনুলিপি ও নির্ধারিত অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ সহ রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

(২) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত পাইবার পর উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন বা সঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

(৩) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলে দরখাস্তকারীকে নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রিকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৪) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ (৩) উপ-ধারার অধীনে প্রদত্ত সার্টিফিকেটসমূহ সম্পর্কে নির্ধারিত বিবরণাদি সংবলিত একটি রেজিষ্ট্রার রাখিবেন।

(৫) **সংস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ এবং উহা চালু রাখা**—(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখে সংস্থা বিদ্যমান ছিল না এমন সংস্থা কেবল ৪ ধারার (৩) উপ-ধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করিবার পর প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

(২) পূর্ব হইতে বিদ্যমান কোন সংস্থা এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিককাল চালু রাখা যাইবে না, যদি উক্ত তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ৪ ধারার (১) উপ-ধারা অনুযায়ী উহা রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য কোন দরখাস্ত করা না হইয়া থাকে।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন বিদ্যমান সংস্থা সম্পর্কে উপরিউক্ত প্রকারে দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত দরখাস্ত প্রত্যাখান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে (২) উপ-ধারায় বর্ণিত ছয় মাস সময়ের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও, দরখাস্তটি প্রত্যাখান করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত অথবা ৬ ধারার অধীনে কোন আপীল দায়ের করা হইলে উক্ত আপীল অগ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত, সংস্থাটি চালু রাখা যাইবে।

৬। **আপীল**—যদি রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রিকরণের দরখাস্ত প্রত্যাখান করেন, তাহা হইলে আবেদনকারী রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা কার্যকর করা হইবে।

৭। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাসমূহ কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী**-(১) প্রত্যেক রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা—

(ক) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকারে পরীক্ষিত হিসাব রাখিবে ;

(খ) নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট ও পরীক্ষিত হিসাব দাখিল করিবে এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উহা প্রকাশ করিবে ;

(গ) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ পৃথকভাবে উহার নিজ নামে জমা রাখিবে :

(ঘ) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের সময় সময় প্রয়োজন হইতে পারে এমন হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য নথিপত্র সংক্রান্ত বিবরণী রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

২। রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ, অথবা তৎকর্তৃক এতৎসম্পর্কে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন অফিসার সঙ্গত যে কোন সময়ে সংস্থার হিসাব-নিকাশের বই ও অন্যান্য নথিপত্র, সংস্থার ঋণপত্রসমূহ, নগদ টাকা অন্যান্য সম্পত্তি এবং তৎসংক্রান্ত সকল দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৮।**রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার গঠনতন্ত্রের সংশোধন**—(১) রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উহা রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন না করিয়া থাকেন। অনুমোদনের উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট সংশোধনীর একটি প্রতিলিপি প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) যদি রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে, গঠনতন্ত্রের সংশোধনী এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহের কোন বিধানের পরিপন্থী নহে তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উপযোগী বিবেচনা করিলে, সংশোধনীটি অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনী অনুমোদন করেন সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংস্থাকে সংশোধনীর একটি প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করিবেন। উক্ত প্রত্যায়িত অনুলিপিটি যে যথাযথভাবে অনুমোদিত হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাসমূহের পরিচালকমন্ডলী সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ বা উহার বিলোপসাধন**—(১) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ উহার বিবেচনায় উপযুক্ত তদন্ত পরিচালনা করিবার পর যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা উহার তহবিলের সম্পর্কে কোন অনিয়মানুবর্তিতা বা উহার কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন কুশাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী অথবা অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহ পালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ বলে পরিচালকমন্ডলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) **যেক্ষেত্রে**—(১) উপ-ধারার অনুযায়ী কোন পরিচালকমন্ডলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ একজন প্রশাসক অথবা অনধিক পাঁচ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি তত্ত্বাবধায়কমন্ডলী নিয়োগ করিবেন। উক্ত প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়কমন্ডলীর সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলীর ন্যায় সমুদয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) **রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ**—(১) উপ-ধারার অধীন সাময়িক বরখাস্তের প্রত্যেক আদেশ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনধিক পাঁচ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদের নিকট পেশ করিবেন। পর্ষদ পরিচালকমন্ডলীকে পুনর্বহাল অথবা উহার বিলুপ্তি এবং পুনর্গঠন সম্পর্কে আদেশ দান করিতে পারিবেন।

(৪) (৩) উপ-ধারার অধীনে যে পরিচালকমন্ডলীর বিরুদ্ধে বিলুপ্তি এবং পুনর্গঠনের আদেশ প্রদান করা হয় সেই পরিচালকমন্ডলী উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

১০। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার বিলুপ্তি**—(১) যদি কোন সময় রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা উহার গঠনতন্ত্রের প্রতিকূল, অথবা এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীন প্রণীত বিধিসমূহের পরিপন্থী, অথবা জনগণের স্বার্থ বিরোধী কোন কার্য করিতেছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত সংস্থাকে নিজ বিবেচনায় সংগত শুনানীর সুযোগ দান করিয়া, সরকারের নিকট তৎসম্পর্কে একটি রিপোর্ট দান করিবেন।

(২) উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর সরকার যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থার বিলোপসাধন প্রয়োজন বা সংগত, তাহা হইলে সরকার আদেশ দিতে পারেন যে, আদেশে উল্লিখিত তারিখে এবং উক্ত তারিখ হইতে সংস্থাটি বিলুপ্ত হইবে।

১১। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তি**—(১) কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার পরিচালকমন্ডলী বা উহার সদস্যগণ উহার বিলোপসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার বিলোপসাধনের প্রস্তাব করা হইলে উক্ত সংস্থার অন্যূন তিনপঞ্চমাংশ সদস্য উহার বিলোপসাধনের আদেশ দানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত প্রকারে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) আবেদন পত্রটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর সরকার যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থার বিলোপসাধন করা সংগত, তাহা হইলে সরকার আদেশ দিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লিখিত তারিখে এবং উক্ত তারিখ হইতে সংস্থাটি বিলুপ্ত হইবে।

১২। **বিলুপ্তির ফলাফল**—(১) যে ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সংস্থা বিলুপ্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উহার বিলুপ্তি আদেশ কার্যকর হয় সেই তারিখে এবং সেই তারিখ হইতে উহার রেজিষ্ট্রিকরণ বাতিল হইয়া যাইবে, এবং সরকার—

(ক) যে ব্যাংক বা ব্যক্তির নিকট সংস্থার টাকা, ঋণপত্র বা অন্যবিধ সম্পদ রহিয়াছে সেই ব্যাংক বা ব্যক্তিকে সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত টাকা, ঋণপত্র বা সম্পদ হস্তান্তর না করিবার আদেশ দিতে পারিবেন ;

(খ) সংস্থার কাজকারবার গুটাইবার জন্য সংস্থার পক্ষে মামলা এবং অন্যবিধ আইনানুগ কার্যধারা দায়ের করিবার ও উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার ক্ষমতা দান করিয়া এমন কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি তদুদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত আদেশাবলী দান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ; এবং

(গ) সংস্থার সমস্ত ঋণ ও দায় মিটাইবার পর কোন অর্থ, ঋণপত্র সম্পদ অবশিষ্ট থাকিলে, উহা উক্ত সংস্থার ন্যায় একই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন এমন কোন সংস্থাকে আদেশ দান করিতে পারিবেন যে সংস্থার নাম আদেশে বর্ণিত হয়।

(২) (১) উপধারার (খ) দফার অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, আবেদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক সেই প্রকারে বলবৎ হইবে যেই প্রকারে ঐ আদালতে ডিক্রী বলবৎ হয়।

১৩। **দলিল-দস্তাবেজ, পরিদর্শন ইত্যাদি**—যে-কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার যে-কোন দলিল পরিদর্শন করিতে, অথবা উহার কোন প্রতিলিপি বা উদ্ধৃতাংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪। **শাস্তি ও কার্যপদ্ধতি**—(১) যে ব্যক্তি—

(ক) এই অধ্যাদেশের যে-কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করে, অথবা

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য কোন দরখাস্তে, অথবা রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত বা সাধারণের অবগতির জন্যে প্রকাশিত কোন রিপোর্টে বা বর্ণনায় কোন মিথ্যা বিবৃতি বা বিবরণ দান করে,

সেই ব্যক্তি এইরূপ কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে, অথবা এইরূপ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে, যাহার পরিমাণ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

(২) যে-ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী অপরাধকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানী, বা অন্যবিধ সম্মিলিত সংস্থা, বা কোন জন সমিতি, সেই ক্ষেত্রে উহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব এবং অন্য অফিসার উক্ত অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি প্রমাণ করিতে না পারেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতে বা সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে।

(৩) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক তৎসম্পর্কে ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন অফিসার লিখিতভাবে অভিযোগ না করিলে কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধের বিচারের ভার গ্রহণ করিবেন না।

১৫। **অব্যাহতি**—কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করিতে বা করিবার মনস্থ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযোগ বা অন্যবিধ আইনানুগ কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করা যাইবে না।

১৬। **তফসিল সংশোধন করিবার ক্ষমতা**—সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সরকার সমাজকল্যাণমূলক কার্যের যে কোন শাখা তফসিলভুক্ত করিবার বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার জন্য তফসিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৭। **রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা**—সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা কোন সংস্থা বা সংস্থার শ্রেণীবিশেষকে সরকার এই অধ্যাদেশের সকল বা কোন বিশেষ বিধানের কার্যকরতা হইতে রেহাই দিতে পারিবেন।

১৮। **ক্ষমতা অর্পণ**—সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সাধারণভাবে, বা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোন বিশেষ সংস্থা বা সংস্থা শ্রেণী সম্পর্কে, এই অধ্যাদেশের অধীন উহার সমুদয় বা বিশেষ কোন ক্ষমতা উহার কোন অফিসারকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৯। **বিধিসমূহ**— সরকার এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

তফসিল

[২ ধারার (চ) উপ-ধারা দ্রষ্টব্য]

(১) শিশু কল্যাণ।

(২) যুব কল্যাণ।

(৩) নারী কল্যাণ।

(৪) শারীরিক ও মানসিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ।

(৫) পরিবার পরিকল্পনা।

(৬) সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে চিত্ত-বিনোদন কর্মসূচী।

(৭) নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৮) কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন।

(৯) কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ।

(১০) ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের কল্যাণ।

(১১) সামাজিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ।

(১২) রোগীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন।

(১৩) বৃদ্ধ ও দৈহিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ।

(১৪) সমাজকল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ।

(১৫) সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন।

৮। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২ ।

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৯শে আগষ্ট ১৯৬২

নং শ-৭/৪ এস-১০/৬২/৫২৩—১৯৬১ সালের (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমুহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশের ১৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত বিধিসমূহ প্রণয়ণ করিতেছেন, যথা ঃ—

১৯৬২ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিসমূহ।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন**—(১) এই বিধিসমুহ ১৯৬২ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। **সংস্থা**—বিষয়বস্তু কিংবা প্রসঙ্গবিশেষে প্রতিকুল কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিসমূহে—

(ক) "আর্থিক বৎসর"বলিতে ১৮৯৭ সালের সাধারণ দফাসমূহ আইনে (১৮৯৭ সালের ১০ নং আইন) প্রদত্ত একই অর্থ বুঝাইবে;

(খ) "ফরম" অর্থে দ্বিতীয় তফসিলে সংযোজিত ফরম বুঝাইবে;

(গ) "অধ্যাদেশ" অর্থে ১৯৬১ সালের সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) বুঝাইবে;

(ঘ) " তফসিল" অর্থে এই বিধিসমূহের সহিত সংযোজিত তফসিল বুঝাইবে;

(ঙ) "ধারা" অর্থে অধ্যাদেশের কোন ধারা বুঝাইবে।

৩। **সংস্থার গঠনতন্ত্র**—সংস্থার গঠনতন্ত্র অধ্যাদেশ বিধানাবলীর বা এই বিধিসমূহের পরিপন্থি হইবেনা এবং অন্যান্য বিষয় ছাড়াও প্রথম তফসিলে বর্ণিত বিষয়াবলীর ব্যবস্থাদি থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত কারণবশতঃ কোন সংস্থার গঠনতন্ত্রে উপরি-উক্ত বিষয়াবলীর কোন একটির ব্যবস্থা না থাকিলেও উহা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

৪। **রেজিষ্ট্রির জন্য দরখাস্ত**—(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার অব্যবহিত পর বিদ্যমান কোন সংস্থা রেজিষ্ট্রির জন্য দরখাস্ত 'ক' ফরমে এবং উহার পরে স্থাপিত যে সংস্থা রেজিষ্ট্রির জন্য 'খ' ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(২) উভয় ক্ষেত্রেই রেজিষ্ট্রির দরখাস্তের সহিত নিম্নলিখিত দলিল-পত্র দাখিল করিতে হইবে ঃ

(ক) "XLVI—বিবিধ অন্যান্য ফিস, জরিমানা ও বাজেয়াপ্তির হিসাব খাত (পে অব একাউন্ট)" এ জমাকৃত ২৫.০০ টাকার ট্রেজারী চালানের একটি অনুলিপি ;

(খ) সংস্থার গঠনতন্ত্রের একটি অনুলিপি ; এবং

(গ) 'ক' ফরমে দরখাস্ত করিতে হইলে উক্ত ফরমে উল্লিখিত অন্যান্য দলিল-পত্র।

৫। **রেজিষ্ট্রির পূর্বে তদন্ত**—সংস্থার কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা, উহার আর্থিক সংগতি, সামগ্রিক অবস্থা এবং কল্যাণকর কার্যের মান সম্পর্কিত তদন্তসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪ ধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য তদন্তের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬। **রেজিষ্ট্রির প্রত্যায়ন পত্র**—৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত রেজিষ্ট্রির প্রত্যায়ন পত্র 'গ' ফরমে হইবে।

৭। **সংস্থার কার্য আরম্ভের তারিখ**—অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পরে স্থাপিত কোন সংস্থাকে রেজিষ্ট্রিকরণ প্রত্যায়ন পত্র প্রদানের তারিখ হইতে উহা তিন মাসের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিবে, এবং কার্য আরম্ভের ১৫ দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষকে জানাইবে।

৮। রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণীয় রেজিষ্ট্রার—৪ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের যে রেজিষ্টার রাখিতে হইবে তাহা "ঘ" ফরমে হইবে।

৯। **হিসাব-পত্র ও রেজিষ্ট্রি বহি রক্ষণাবেক্ষণ**—(১) সংস্থা নিম্নলিখিত হিসাব বহি ও অন্যান্য নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যথা—

(ক) ক্যাশ বহি—যাহাতে সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত বা প্রদত্ত বা যাহাতে সংস্থার পক্ষে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত টাকার হিসাব কালক্রমানুযায়ী লিখিতে হইবে এবং যাবতীয় খরচের সমর্থনে প্রয়োজনীয় রশিদ-পত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে ;

(খ) খতিয়ান—যাহাতে ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত নহে এইরূপ সকল প্রকারের হিসাব লিখিতে হইবে ;

(গ) আয়-ব্যয়ের হিসাব—যাহা প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের শেষে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন সনদপ্রাপ্ত হিসাব পরীক্ষক বা হিসাব নিরীক্ষক বা হিসাব নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে এবং আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে তাহা উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে ;

(ঘ) সদস্য বহি—যাহাতে সংস্থার সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে ;

(ঙ) কার্য বিবরণী বহি—যাহাতে সংস্থার সভায় গৃহীত যাবতীয় কার্য বিবরণী লিখিতে হইবে ;

(চ) পরিদর্শন বহি—যাহাতে সংস্থা পরিদর্শনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মতামত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ;

(ছ) অন্যান্য বহি—যাহা রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে লিখিত আদেশ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিবেন তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) সংস্থার নগদ টাকা বা ভান্ডার তত্ত্বাবধান বা পরিচালনার জন্য দায়িত্বসম্পন্ন প্রত্যেক কর্মচারীকে উপযুক্ত আর্থিক সংগতিসম্পন্ন কোন বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে "সততা মুচলেকা" আকারে সংস্থাকর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থের একটি জামানত দিতে হইবে এবং উক্ত মুচলেকার একটি অনুলিপি রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। **বার্ষিক রিপোর্ট**—(১) সংস্থা প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের শেষে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্বলিত একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিবে, যথা—

(ক) সংস্থার সাধারণ ব্যবস্থাপনা ;

(খ) আলোচ্য বৎসরে সম্পাদিত সেবা কার্যাবলীর প্রকৃতি ও ব্যাপকতার বিস্তারিত বিবরণ, এবং সম্ভব হইলে উহার সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ;

(গ) পরবর্তী বৎসরের কর্মসূচী ; এবং

(ঘ) নিরীক্ষিত হিসাব।

(২) বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে উহার একটি অনুলিপি রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১১। **সংস্থার ঠিকানা পরিবর্তন**—সংস্থার ঠিকানার কোন পরিবর্তন হইলে তৎসম্পর্কে সাত দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

১২। **স্বেচ্ছায় সংস্থার বিলোপ সাধন**—কোন সংস্থার বিলোপ সাধনের জন্য দরখাস্ত ১১ ধারা অনুযায়ী 'ঙ' ফরমে করিতে হইবে এবং উক্ত দরখাস্তে উল্লিখিত সদস্যগণের দস্তখত থাকিতে হইবে।

১৩। **দলিল-পত্রাদি পরিদর্শনের ফিস**—রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত কোন সংস্থার দলিল-পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রতি দলিল বাবদ দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং অনুরূপ কোন দলিলের নকল বা উহার উদ্ধৃতাংশ পাইতে হইলে প্রতি এক শত শব্দ বা উহার অংশ বিশেষের জন্য পঞ্চাশ পয়সা করিয়া ফিস দিতে হইবে।

তফসিল ১

(৩ বিধি দ্রষ্টব্য)

সংস্থার গঠনতন্ত্রের বিষয়াবলী

সংস্থার নাম।

কার্য এলাকা।

(সংস্থা স্থানীয় এলাকাভিত্তিক কিংবা উহা নগর বা জাতীয়ভিত্তিক কি না তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

সংস্থার প্রধান অফিসের ঠিকানা।

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ।

সদস্য পদ ঃ

(ক) সদস্য পদের জন্য যোগ্যতা ;

(খ) সদস্য পদের শ্রেণী বিভাগ এবং উহার শর্তাদি ও প্রদেয় ফিস, যদি থাকে ;

(গ) সদস্য গ্রহণ পদ্ধতি ;

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের অধিকার ও সুবিধাদি ;

(ঙ) যুক্তিসঙ্গত কারণে সদস্য পদ বাতিল বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ পদ্ধতি, যেমন—

(১) চাঁদা না দেওয়া ;

(২) সংস্থার সভায় উপস্থিত না হওয়া ;

(৩) সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী আচরণ করা ;

(চ) সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলকৃত সদস্য পদের পুনর্বহাল বা পুনর্গ্রহণ পদ্ধতি।

শাখাসমূহে (যে সকল সংস্থার শাখা আছে কেবল সেই সকল সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ঃ

(ক) শাখার অধিকার ও সুবিধাদি ;

(খ) শাখার দায়িত্ব ;

(গ) শাখার অনুমোদন স্থগিত বা প্রত্যাহার পদ্ধতি।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(ক) সংস্থার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সংস্থার সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন উপ-সংস্থার (body) নাম ;

(খ) সাধারণ সদস্যমন্ডলী, পরিচালকমন্ডলী এবং অন্যান্য যে-কোন সদস্যমন্ডলীর সংগঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলী ;

(গ) কর্মকর্তাগণ ঃ

(১) কর্মকর্তাগণের পদের নাম :

(২) তাঁহাদের নির্বাচন, বাছাই ও মনোনয়ন পদ্ধতি :

(৩) তাঁহাদের কার্যকালের মেয়াদ :

(৪) তাঁহাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৮। সভা ঃ

(ক) বিভিন্ন ধরণের সভা আহবান পদ্ধতি :

(খ) সভার জন্য নোটিশের মেয়াদ :

(গ) বিভিন্ন সভার জন্য কোরাম।

৯। আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ

(ক) ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার পদ্ধতি :

(খ) সংস্থার হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি।

১০। গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ

সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনী সম্পর্কে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবার জন্য গ্রহণীয় পদ্ধতি।

তফসিল ২

(৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

'ক' ফরম

১৯৬১ সালের ৪৬ নম্বর অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পূর্বে বিদ্যমান সংস্থাসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত।

রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ সমীপে,
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ,
সমাজসেবা অধিদপ্তর,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

জনাব,

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী...পরিচালনা
(সংস্থার নাম)
করিতেছি, উহার বিবরণসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১। সংস্থার নাম ....

২। ঠিকানা ....

৩। স্থাপনের তারিখ ....

৪। অন্য কোন আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রি করা হইয়া থাকিলে উহার তারিখ, স্থান ও নম্বর।

৫। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ (অধ্যাদেশের তফসিলে উল্লিখিত সেবাকার্যাবলী প্রসঙ্গে লিখিতে হইবে)।

৬। কার্য এলাকা (কোন পার্শ্ববর্তী এলাকা, নগর কিংবা বাংলাদেশভিত্তিক কি না তাহার উল্লেখ করিতে হইবে)।

৭। সংস্থার কর্মকর্তাদের নাম, পেশা ও ঠিকানা।

নাম	পদের নাম	পেশা	ঠিকানা
(১)			
(২)			
(৩)			
(৪)			
(৫)			
(৬)			
(৭)			

৮। সংস্থার তহবিল যে ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমূহে জমা রাখা হইয়াছে সেই ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমূহের নাম।

৯। (ক) বিগত সাধারণ সভা যে তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই তারিখে সংস্থার সদস্যগণের মোট সংখ্যা।

(খ) গত সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যা।

১০। নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংযুক্ত করা হইল ঃ

(ক) বর্তমান সেবা কার্যে ব্যবহৃত স্থান।

(খ) সংস্থায় কার্যরত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক থাকিলে তাঁহাদের নাম ও যোগ্যতার তালিকা।

(গ) বিগত বৎসরসমূহের অথবা সংস্থা স্থাপিত হইবার পরবর্তী কালের মধ্যে যে সময়ের পরিমাণ কম হইবে সেই সময়ের আয় ও ব্যয়।

অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপরিউক্ত সংস্থা রেজিষ্ট্রি করা হউক।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, সংস্থার কর্মকর্তাগণের কোন রদ-বদল হইলে তাহা ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনাকে জানাইব।

নিম্নলিখিত দলিল-পত্র সংযুক্ত করা হইল ঃ

(১) ২৫ টাকার ট্রেজারী চালান ;

(২) সংস্থার গঠনতন্ত্রের একটি অনুলিপি ;

(৩) সংস্থার সদস্যগণের গত সাধারণ সভার কার্য বিবরণীর একটি অনুলিপি।

(৪) বিগত তিন বৎসর অথবা সংস্থা স্থাপিত হওয়া অবধি সময়ের মধ্যে যে সময় কম হয় সেই সময়ের বার্ষিক রিপোর্ট অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণী যাহা সংস্থার কার্য এলাকায় বসবাসকারী কোন গেজেটেড অফিসার বা ইউনিয়ন কাউন্সিলের/কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণী নির্ভুল।

(সংস্থা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত যে-কোন কর্মকর্তা নিম্নে স্বাক্ষর করিতে পারেন)।

আপনার বিশ্বস্ত

তারিখ.............................. স্বাক্ষর..

নাম..

পদের নাম..

'খ' ফরম

(৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর স্থাপিত সংস্থাসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত।

রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ সমীপে,
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ,
সমাজসেবা অধিদপ্তর,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

জনাব,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারিগন, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ)-এর বিধানাবলী মোতাবেক একটি সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছি।

প্রস্তাবিত সংস্থার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১। সংস্থার নাম ....

২। ঠিকানা ....

৩। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ (অধ্যাদেশের তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী প্রসঙ্গে লিখিতে হইবে)।

৪। কার্য এলাকা (কোন পার্শ্ববর্তী এলাকা, নগর কিংবা বাংলাদেশভিত্তিক কিনা)।

৫। কার্যপরিচালনা প্রকল্প (সংস্থা স্থাপনের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া প্রয়োজনবোধে স্থান, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও সরঞ্জামাদি সম্পর্কে একটি পৃথক পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাইবে)।

৬। কি প্রকারে অর্থের সংস্থান করা হইবে।

৭। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের নাম, পেশা ও ঠিকানা।

নাম	পেশা	ঠিকানা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		
৭।		
৮।		
৯।		
১০।		

৮। সংস্থার তহবিল জমা রাখিবার জন্য প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমূহের নাম।

অনুরোধ করা যাইতেছে যে, পূর্ববর্ণিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংস্থাটি রেজিষ্ট্রি করা হউক। আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে সংস্থার কর্মকর্তাগণের কোন রদ-বদল হইলে তাহা রদ-বদলের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনাকে জানাইব।

২৫.০০ টাকার ট্রেজারী চালান ও সংস্থার গঠনতন্ত্রের একটি অনুলিপি ইহার সঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

আমরা এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, উপরিউক্ত তথ্য নির্ভুল।

(সকল প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য নিম্নে স্বাক্ষর করিবেন)

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর
(নাম ও ঠিকানাসহ) ঃ

১।

২।

১।

২।

৩।

৪।

‘গ’ ফরম

(৬ বিধি দ্রষ্টব্য)

রেজিষ্ট্রি নং..তারিখ...................................

এতদ্বারা আমি প্রত্যায়ন করিতেছি যে, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ)-এর অধীনে...............
.... (সংস্থার নাম)
উনিশ শত..................................সালের.........................মাসের..............................
তারিখে.................................স্থানে আমার নিজ দস্তখতে এবং সরকারী সীলমোহরে রেজিষ্ট্রি করা হইল।

রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ

দ্রষ্টব্য ঃ এই প্রত্যায়নপত্র হারাইয়া গেলে তাহা সাত দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

'ঘ' ফরম

(৮ বিধি দ্রষ্টব্য)

রেজিষ্ট্রি বহির ফরম

লিপিবদ্ধ করিবার তারিখ ১	সংস্থার নাম ও ঠিকানা ২	রেজিষ্ট্রী নম্বর ৩	রেজিষ্ট্রিকরণের তারিখ ৪	স্থাপনের তারিখ ৫

প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের বিস্তারিত বিবরণ (কেবল নূতন সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ৬	কার্য এলাকা ৭	নাম ৮	পেশা ৯	ঠিকানা ১০

কর্মকর্তাগণের বিস্তারিত বিবরণ			যে ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে তহবিল জমা রাখা হইয়াছে।	মন্তব্য
নাম	পদের নাম	ঠিকানা		
১১	১২	১৩	১৪	১৫

'ঙ' ফরম

(১২ বিধি দ্রষ্টব্য)

যে সভায় স্বেচ্ছায় সংস্থা বিলোপসাধনের জন্য দরখাস্ত করা হয় সেই সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যা ছিল..................................প্রসঙ্গ নং..
রেজিষ্ট্রি নং..,তারিখ..এবং
বিলোপসাধনের পক্ষে ভোট প্রদানকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা..

(সংখ্যা লিখিতে হইবে)

মাননীয় সচিব,

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

জনাব,

....তারিখে..

(স্থানের নাম)

....ঘটিকায় অনুষ্ঠিত..

(সংস্থার নাম)

সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের...................৪৬নং অধ্যাদেশ)-এর ১১ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত কারণে সংস্থার বিলোপসাধনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট আবেদন করা হউক, যথা—

....
....
....
....

(এখানে কারণসমূহ সংক্ষেপে লিখিতে হইবে)

অতএব, অনুরোধ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত সংস্থার বিলোপসাধনের জন্য আদেশ দেওয়া হউক।

যে তারিখে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই তারিখে সংস্থার মোট সদস্য পদের সংখ্যা..ছিল এবং সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা

(সংখ্যায় লিখিতে হইবে)

ছিল.............................এবং সংস্থার বিলোপসাধনের পক্ষে ভোট প্রদানকারী সদস্যগণের সংখ্যা ছিল...........................।

(সংখ্যায় লিখিতে হইবে)

আমরা এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল। উপরিউক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবের একটি প্রত্যায়িত অনুলিপি ইহার সহিত সংযুক্ত করা হইল।

(উপরিউক্ত সভায় যোগদানকারী এবং বিলোপসাধনের পক্ষে ভোট দানকারী সকল সদস্যই নিম্নে স্বাক্ষর করিবেন)।

আপনার বিশ্বস্ত,

	সদস্যের নাম	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।			
২।			
৩।			

ঢাকা :

তারিখ..................

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

সচিব

হাসানুজ্জামান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।